সংবাদ 025

তারিখ ... ২১।১।৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ১ ...

সংবাদ

ঢাকা: সোমবার, ৭ই মাঘ, ১৩৯১

স্কুল পাঠ্যবইয়ের বাৎসরিক সংকট

স্কুল পাঠ্যবইয়ের বাৎসরিক সংকট এবারও যথারীতি দেখা দিয়েছে। স্কুল শিক্ষা বছরের সূচনা হয় জানুয়ারী থেকে। কিন্তু বছরের গোড়ায় বই পাওয়া বাংলাদেশের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কপালে নেই। দু'/তিন মাস কেন, বছরের অর্ধেক গড়িয়ে গেলেও পুরো বই বেশীর ভাগ ছেলে-মেয়ের হাতে পৌঁছায় না। বই ছাড়াই লেখাপড়াই তাদের চালিয়ে যেতে হয়। এমন শিক্ষার ফলও হাতে হাতে মিলছে। পাঠ্যবই-এর সংকট দেখা দেয়নি, গত এক দশকের মধ্যে এমন একটা বছরও যেনি, দোকানে বই আসেনি, অমুক ক্লাশের অমুক বিষয়ের বই ছাপা হয়নি, এধরনের কথা প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও সবাইকে শুনতে হচ্ছে। আগের বছরের ন'টা বই বাতিল করা হয়েছে। এর বদলে নতুন লেখানো বই দেয়া হয়েছে। সেসব বই ছাপা হয়নি। কবে ছেপে বের হবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। অন্যান্য বই ছাপা হচ্ছে, বাজারে ছাড়া হচ্ছে দফায় দফায়। সেগুলো বড় শহর-নগরের শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ বরাত জোরে হাতে পেয়েছে। পয়লা মাস তাদের অধিকাংশকে নিশ্চিতই বই ছাড়াই কাটাতে হবে। গোলেমালে প্রথম মাসটা না হয় কাটলো। কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসেও কি সব বই বাজারে বের হওয়ার সম্ভাবনা আছে? ওয়াকেবহাল মহলের মতে তেমন আশা না করাই ভাল। কেননা, ভিতরে গড়বড় অনেক।

বই ছেপে বের করার দায়িত্ব যার সেই পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভরসার কথা না শুনিয়ে দেরীর কৈফিয়ত খুঁজছে। পারস্পরিক দোষারোপের পালা চলছে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে। সময়মতো কাগজ মেলেনি তাই বই ছাপতে দেরী হচ্ছে, এত বই জলদি ছাপা সম্ভব নয়, এসব কথার সাথে সাথে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ফরমায়েসের কথাও রয়েছে। এসব কথায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুরাহা হলে বলার কিছু থাকতো না। বই ছাড়া সেটা হওয়ার জো যে নেই। সেদিক থেকে সরকারের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কতদূর কি করছেন সেটাই শুনতে ইচ্ছে হয়। যথাসময়ে কাগজ না দেয়ার অভিযোগ সত্য বলে ধরে নেয়া হলেও বলার থাকে। এবার না হয় কাগজের দরুন ছাপায় দেরী হচ্ছে। কিন্তু সংকট তো এই নতুন নয়। প্রত্যেক বছরেই এটা নিয়মিত দেখা দেয় সে কি কাগজের কারণে? বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক পর্যায়ের তিন কোটি চুয়াল্লিশ লাখ বই ছাপার জন্য গত বছরের মার্চ থেকে প্রস্তুতি নিয়ে একশ ত্রিশটি ছাপাখানার সাথে চুক্তি করলেন, রাসায়নিক শিল্প সংস্থাকে কাগজের ফরমায়েস দিলেন। কিন্তু ফরমায়েস গ্রহণকারী সংস্থা যখন কথা রাখতে পারছিল না তখন তো বোর্ড কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সব জানিয়ে কাগজ যোগাড় করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করা। দেশে কাগজের অভাব থাকলে বিদেশী কাগজ আমদানীর জন্য সরকারের বিশেষ অনুমতি তারা চাইতে পারতেন। বইয়ের অভাবে লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার অবস্থা যেখানে, সেখানে জরুরী প্রয়োজনের কথাটা তাঁরা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে বুঝাতে কি পারতেন না? দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকলে সেটা পালনের জন্য সব রকমের চেষ্টাও থাকে। এই দায়িত্ববোধের অভাব বরাবরই লক্ষ্য করা গেছে। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঠ্যবই-এর ব্যাপারে তার অধীনস্থ দপ্তর-পরিদপ্তরগুলোকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ না হলে এই বাৎসরিক সংকট থাকতে পারতো না।

জানুয়ারী মাস না হয় খরচের খাতায় লেখা হলো। কিন্তু তারপরেও কি গদংগচ্ছ ভাব চলতে থাকবে? মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে জলদি বই ছেপে বের করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কি এখনই নেয়া উচিত নয়? দরকার হলে আরো বেশী ছাপাখানার সাথে চুক্তি করা, কাগজ জরুরীভিত্তিতে সংগ্রহ করা এবং বিলি-বণ্টনের লোক বাড়িয়ে দেয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে নির্দেশ মন্ত্রণালয় নিশ্চয়ই দিতে পারে। যেসব বেসরকারী প্রশাসককে পুস্তক পুনমুদ্রণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা যাতে আর কাজে দেরী না করে সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা দরকার।

আমাদের স্কুল পাঠ্যপুস্তকের মান নিয়ে যথেষ্ট কথা আছে এবং সে সব কথা সংবাদপত্রেও যথেষ্ট ছাপা হয়। সে প্রসংগের আলোচনা এখানে নয়। এই মুহূর্তের জরুরী কথা সময়মতো পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে। প্রতি বছর বিভিন্ন শ্রেণীর কোন না কোন বই বদলানো হয়ে থাকে। এবার বদলাচ্ছে ৯টা বই। বদলানোর দরুন বইয়ের মান ভাল হলে এবং বদল করা বই যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়া গেলে এ নিয়ে কোন কথা ছিল না। কিন্তু তেমন দৃষ্টান্ত কোথায়? বিভিন্ন আমলে কর্তাব্যক্তিদের খুশী করার জন্য পাঠ্য বিষয় অদলবদল করে এক এক জিনিস আমদানী করা হয়েছে। তাতে ছেলেমেয়েরা বিভ্রান্ত তো হচ্ছেই আবার বদল করা বই ছেপে বের করতেও সময় এবং খরচ অনেক বেশী হয়ে থাকে। অংক শাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল এমনকি ভাষা সাহিত্যের কি ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে যে এই কারণে কর্তৃপক্ষ বই বদলাতে এত তৎপর? কচি ছেলেমেয়েদের মনের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে পাঠ্যবই রচনা করা হলে বার বার বই বদলানোর প্রয়োজন হবে না। আগের বই চালু রাখা হলে, পুরানো বই দিয়েও কাজ চলতে পারে। তাতে গরীব ঘরের ছেলেমেয়েদের বই-এর খরচ বাঁচে এবং বইও কম ছাপলে চলে। যদি কর্তৃপক্ষ স্কুল পাঠ্যবই ছাপার জন্য একটু ভাল কাগজ ব্যবহার করেন তাহলে এক বই কয়েক বছর ছেলেমেয়েদের পড়ার উপযোগী থাকতে পারে।